অন্ত্য-লীলা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ১

জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যেঁহো দিয়া প্রেমফান্দ ॥ ২

জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥ ৩

জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যার প্রাণধন ॥ ৪

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্তসঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যশ্চৈতন্যো লৌকিকাহারতো লোকপ্রসিদ্ধভোজনাৎ যৎ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ তস্মাৎ স্বমাত্মানং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ সংকোচিতবান্ স্বল্পাহারং কারিতবান্ ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই অষ্টম পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর চরিত্র-কথনপূর্ব্বক শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে) লৌকিকাহারতঃ (লৌকিক আহার হইতে) স্বং (স্বীয়) ভিক্ষান্নং (ভিক্ষান্ন) সমকোচয়ৎ (সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন), তং (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে লৌকিকাহার হইতে স্বীয় ভিক্ষান্ন সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবকে বন্দনা করি। ১

লৌকিকাহার—লৌকিক লীলায় জীবের মত আহার। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে সাধারণ লোকের ন্যায় আহারের কোনও প্রয়োজনই নাই, তথাপি, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু লৌকিক-লীলা (নর-লীলা) করিয়াছেন বলিয়া তিনি নর-বৎ আহারাদি করিয়াছিলেন; তাঁহার এই আহারকেই লৌকিকাহার বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কিরূপে স্বীয় ভিক্ষান্ন সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

হেনকালে রামচন্দ্রপুরীগোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৬
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৭
মহাপ্রভু কৈল তাঁহে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈলা কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৮
তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥ ১০
ভিক্ষা করি কহে পুরী—জগদানন্দ! শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥ ১১
আগ্রহ করিয়া তাঁরে খাওয়াইতে বসাইলা।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা ॥ ১২
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা— ॥১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার অল্পকাল পরেই পরমানন্দপুরীও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করেন (২।১০।৯২)। রামচন্দ্রপুরী যখন সর্ব্ব প্রথমে প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পরমানন্দপুরীও স্বীয় বাসস্থান হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হয়তো বা তিনি কিছু পূর্ব্বেই প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন।

৭। রামচন্দ্রপুরীকে দেখিয়াই পরমানন্দপুরী তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং রামচন্দ্রপুরীও তাঁহাকে তুলিয়া প্রেমভরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

কৈল চরণবন্দন—নবাগত শ্রীপাদরামচন্দ্রপুরীগোস্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন। **পুরীগোসাঞি**—রামচন্দ্রপুরীগোস্বামী। **দৃঢ় আলিঙ্গন**—গাঢ়রূপে আলিঙ্গন (কোলাকোলি)। "দৃঢ়"-স্থলে "প্রেম"পাঠও দৃষ্ট হয়।

পরমানন্দপুরী ও রামচন্দ্রপুরী এই উভয়েই শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য; রামন্দ্রপুরী গোস্বামী যেন পরমানন্দ-পুরীগোস্বামীর পূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই জ্যেষ্ঠ-বুদ্ধিতে পরমানন্দপুরী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর লৌকিক লীলার গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য। শ্রীপাদ রামচন্দ্র ও শ্রীপাদ পরমানন্দ এই উভয়েই মহাপ্রভুর গুরুপর্য্যায়ভুক্ত।

৮। **তাঁরে**—রামচন্দ্রপুরীকে। **দণ্ডবৎ-নতি**—দণ্ডের ছায় ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম। **তেঁহো**—রামচন্দ্রপুরী। **কৃষ্ণস্মৃতি**—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিলেন।

৯। **তিনজনে**—পরমানন্দপুরী, রামচন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, এই তিনজনে। **ইষ্টগোষ্ঠী**—কৃষ্ণকথাদির আলাপন। **তাঁরে**—রামচন্দ্রপুরীকে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রপুরীই জগদানন্দ-পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং ৯-পয়ারে "তাঁরে"-শব্দে রামচন্দ্রপুরীকেই বুঝাইতেছে। নবাগতকে নিমন্ত্রণ করাই স্বাভাবিক।

১০। **যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো**—রামচন্দ্রপুরী প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। **নিন্দার লাগিয়া**—প্রভু এবং প্রভুর গণকে ভোজনবিষয়ে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে; সন্ন্যাসীকে অধিক ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, এই বলিয়া নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে।

১১। **অবশেষ প্রসাদ**—অবশিষ্ট প্রসাদ; পুরীর আহারের পরে যে প্রসাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা।

১২। **তাঁরে**—জগদানন্দ পণ্ডিতকে।

১৩। **আগ্রহ করিয়া**—অত্যন্ত যত্ন করিয়া।

নিন্দা—জগদানন্দের অতি ভোজনের জন্য নিন্দা।

শুনি চৈতন্য-গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ ১৪
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হৈয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস ॥১৫
এই ত স্বভাব তাঁর—আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহু খাওয়াইয়া ॥ ১৬
পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥ ১৭
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইলুঁ' বলি করেন ক্রন্দন ॥ ১৮
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে ॥ ১৯
'তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হঞা কেনে করহ ক্রন্দন ? ॥' ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪। **চৈতন্য-গণ**—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীয় লোকগণ।

১৫। নিন্দা করিয়া পুরী বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীয় লোকগণ নিজেরাও অত্যন্ত বেশী খায়, এবং তাই অতিথি-সন্ন্যাসীদিগকেও অত্যন্ত বেশী খাওয়ায়, বেশী খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম নষ্ট করে।"

পুরী নিজেই আগ্রহ করিয়া জগদানন্দকে অতিভোজন করাইয়াছেন, অথচ এখন দোষ দিতেছেন জগদানন্দের। আবার নিজে ইচ্ছা করিয়াই অতিভোজন করিয়াছেন, অথচ ইহাতেও দোষ দিতেছেন জগদানন্দের—যেন জগদানন্দই তাঁহাকে জোর করিয়া বেশী খাওয়াইয়াছেন।

করে ধর্ম্মনাশ—অতিভোজনে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে, তাহাতে ভজনের বিঘ্ন জন্মে। অতি-ভোজীর যে যোগ সিদ্ধ হয়না, গীতাও একথা বলেন—নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি। ৬।১৬ ॥ **বৈরাগ্যের নাহি ভাস**—বৈরাগ্যের কথা তো দূরে, বৈরাগ্যের আভাসও ইঁহাদের নাই। অতিভোজনে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা; তাতে বৈরাগ্য-ধর্ম্মও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কোনওরূপে জীবন-রক্ষার উপযোগী শাক-পত্রাদি আহারই বৈরাগীর ধর্ম্ম। "বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥ ৩।৬।২২৪॥" "মাগিয়া খাইয়া করিবে জীবন রক্ষণ ॥ ৩।৬।২২১ ॥"

১৬। **তার**—রামচন্দ্রপুরীর।

এই পয়ারের অন্বয়—আগে আগ্রহ করিয়া বহু খাওয়াইয়া পাছে নিন্দা করে, ইহাই তাঁহার স্বভাব।

নিজ গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে অপরাধই যে রামচন্দ্র-পুরীর নিন্দক-স্বভাবের কারণ হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয় পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

১৮। **পুরী-গোসাঞি**—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

মথুরা না পাইলুঁ বলি—"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" ইত্যাদি শ্লোকে। এস্থলে "মথুরা" শব্দে মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনকে বুঝাইতেছে এবং শ্রীবৃন্দাবনের উপলক্ষ্যে শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী সপরিকর শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বুঝাইতেছে।

১৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। গুরুকে উপদেশ দেওয়া শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে গুরুর মর্য্যাদাহানি হয়—সুতরাং শিষ্যের পক্ষে তাহাতে অপরাধ হয়; কিন্তু রামচন্দ্রপুরী এসমস্ত বিবেচনা না করিয়াই স্বীয় গুরু মাধবেন্দ্রপুরীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

২০। রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি কেন কাঁদিতেছ? তুমি পূর্ণতমস্বরূপ, তুমি ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণতম আনন্দ-স্বরূপ; সুতরাং তোমার কোনও অভাব বা দুঃখই তো নাই; কেন তুমি কাঁদিতেছ? শ্রীপাদ! তুমি যে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, একথাই সর্ব্বদা স্মরণ কর।" "তুমি পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ"-স্থলে "তুমি ব্রহ্মানন্দ কেনে না কর স্মরণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **অর্থ**—শ্রীপাদ! তুমিই

শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসন করিল॥ ২১
কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি—না পাইলুঁ মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥২২
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি, যাও যথিতথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে ব্রহ্মানন্দ—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—তাহাই স্মরণ কর না কেন?" অথবা—"শ্রীপাদ! তুমি ব্রহ্মানন্দকে স্মরণ করিতেছনা কেন? তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তো তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।"

২১। শুনি মাধবেন্দ্র ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর উপদেশ শুনিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অত্যন্ত ক্রোধ হইল। ক্রোধের হেতু এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র ভক্তিমার্গের উপাসক; তিনি মনে করেন—জীব ভগবানের দাস, সুতরাং তিনিও ভগবানের দাস। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে কখনও স্থান পায়না, এরূপ কথা শুনিলেও তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখ হয়, অপরাধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে ঐ অভেদ-জ্ঞানের উপদেশই দিতেছেন; তাই তাঁহার ক্রোধ হইল; বিশেষতঃ, শিষ্য হইয়া গুরুকে উপদেশ দিতেছেন বলিয়াও ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা।—

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীপাদমাধবেন্দ্র যখন রামচন্দ্র-পুরীর গুরু, তখন তিনি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই:—জ্ঞান-মার্গের মতে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলিয়া জ্ঞান-মার্গের সাধকগণ গুরুকে, এমনকি নিজেকেও ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন; তাই তাঁহাদের মতে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুরিত্যাদি"। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ নহে; ভক্তিমার্গে শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়, অন্তরঙ্গ ভক্ত। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।—গুর্বষ্টক।" "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।—১।১।২৬॥" শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত চিন্তা করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ দাস-গোস্বামীও উপদেশ দিয়াছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতি-সুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্নু মনঃ॥—স্তবাবলীস্থ মনঃশিক্ষা। ২।" অর্চ্চন-প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে—"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা নিস্ফলং ভবেৎ॥—হরিভক্তিবিলাস। ৪।১৩৪।—প্রথমে গুরুর অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অর্চ্চনা করিবে ইত্যাদি।" যদি শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগুরুদেবে বাস্তবিকই অভেদ থাকিত, তাহা হইলে প্রথমে শ্রীগুরুদেবের, তারপর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে, ইত্যাদিরূপ ভেদ-প্রতিপাদক বচনের সার্থকতা থাকেনা।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ-নামক গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাকে শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতার হেতুরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাকেই শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতারূপে বর্ণন করেন নাই।—বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা গুরুচরণানাং নিত্যমেব সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদোহি স্ব-স্ব নানা-প্রতিকার দুস্ত্যজানর্থ-হানৌ পরমভগবৎ-প্রসাদ-সিদ্ধৌ মূলম্।—ভক্তিসন্দর্ভ। ২৩৭॥" ভগবৎকৃপা হইল কার্য্য, আর গুরুকৃপা হইল তাহার কারণ; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরু যদি বাস্তবিক অভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় কার্য্য-কারণ-ভাব থাকিত না।

শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও কৃষ্ণকৃপা ও গুরুকৃপার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন:—"যাহার প্রসাদে ভাই, এ-ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।"

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তই—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইলে শ্রীগুরুদেবকে সেবাপরা সখীরূপে ভাবনা করার বিধিই ভক্তিশাস্ত্রসম্মত এবং মহাজনদিগের অনুমোদিত।

তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রকাশরূপে মনে

কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে' এই ছার মূর্খে ॥ ২৪
এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥ ২৫
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৬
ঈশ্বরপুরীগোসাঞি করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি-মার্জ্জন ॥ ২৭
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করার উপদেশ দিয়াছেন—"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ১।১।২৬ ॥" এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতও—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ১১।১৭।২৭ ॥" ইত্যাদি শ্লোকে, "শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণবৎ মনে করিবে" এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহার হেতু কি? শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব-স্থাপনই এই সকল বচনের উদ্দেশ্য নহে; শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূজনীয়, সেব্য—ইহা প্রকাশ করাই ঐ সমস্ত বচনের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত "শচীসূনুং" ইত্যাদি স্তবাবলীস্থ মনঃশিক্ষার শ্লোকের টীকায়ও এ কথাই লিখিত হইয়াছেঃ—"আচার্য্যং মাং……মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্‌গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবচরণও বলিয়াছেন—কোনও কোনও স্থলে শাস্ত্রে যে ভগবানের সহিত শ্রীগুরুর অভেদত্ব উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বাস্তবিক অভেদত্ব-প্রকাশই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীত্যাস্পদ বলিয়াই তাঁহাদের অভিন্নতা খ্যাপন করিয়াছেন—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের অভিমত। "প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়ো শ্চাভেদোপদেশেঽপি ইত্থমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্মতম্ ॥—বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুরিত্যাদি শ্লোকের টীকা।" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"-শ্লোকের দীপিকাদীপন-টীকাতেও লিখিত হইয়াছে—"আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেঃ।" ১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দূর দূর পাপিষ্ঠ—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী রামচন্দ্রপুরীকে পাপিষ্ঠ বলিয়া দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান করার নিমিত্তই তাঁহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন। "যেই মূঢ় কহে জীব হয় ঈশ্বর সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ২।১৮।১০৭ ॥" জীব তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ব্রহ্মা কিম্বা রুদ্রকেও নারায়ণের সমান মনে করে, শাস্ত্র তাহাকেও পাষণ্ডী বলিতেছেন—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ হ, ভ, বি, ১।৭৩ ॥" (২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৪। **এই ছার মূর্খে**—শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং গুরুর মর্য্যাদা জানেনা বলিয়া মূর্খ বলিয়াছেন।

২৫। **ইহার**—রামচন্দ্রপুরীর।

বাসনা—দুর্ব্বাসনা। পরবর্ত্তী পয়ারে এই দুর্ব্বাসনার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা ত্যাগ করিয়া "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভের দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছিল।

২৬। **শুষ্ক ব্রহ্ম-জ্ঞানী**—'আমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী। অভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানে রস স্বরূপ-ভগবানের রস-বৈচিত্রীর অনুভব নাই বলিয়া ইহাকে শুষ্ক জ্ঞান বলা হইয়াছে। **নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ**—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, এইরূপ সম্বন্ধ নাই (রামচন্দ্রপুরীর মনে)। **নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ**—নিন্দাকার্য্যে অত্যন্ত আগ্রহ এবং নিপুণতা।

শ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধ হওয়াতে এবং তজ্জন্য শ্রীগুরুদেব উপেক্ষা করাতেই রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

২৭-২৮। শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে জীবের কিরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হয়, রামচন্দ্রপুরীর দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইয়া, শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতায় আবার জীবের কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন।

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥ ২৯
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈলা সর্ব্বনিন্দাকর॥ ৩০
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন॥ ৩১
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পঢ়ি তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান॥ ৩২

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩৩৪)
মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্—
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীপাদসেবন—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর সেবা। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, মলমূত্রাদি-মার্জ্জনরূপ পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহের সেবা এবং কৃষ্ণনামাদি স্মরণ করাইয়া তাঁহার চিত্তের তৃপ্তিবিধানরূপ সেবা করিয়াছিলেন।

২৯। **তুষ্ট হঞা**—ঈশ্বরপুরীর সেবায় তুষ্ট হইয়া।

৩০। **সর্ব্ব-নিন্দাকর**—যিনি সকলের নিন্দা করেন। অথবা সকল রকম নিন্দার আকর (জন্মস্থান)।

৩১। **মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের**—মহতের অনুগ্রহ (কৃপা) ও নিগ্রহের (অকৃপার বা রোষের)। **দুইজন**—রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী। রামচন্দ্রপুরী নিগ্রহের এবং ঈশ্বরপুরী অনুগ্রহের প্রমাণ। **সাক্ষী**—প্রমাণ; দৃষ্টান্ত স্থল। **জগজন**—জগদ্‌বাসী সকল লোককে। **শিখাইল**—মহতের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কি ফল, তাহা শিক্ষা দিলেন।

৩২। **করি প্রেমদান**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেম দান করার পরে। **এই শ্লোক পঢ়ি**—পরবর্ত্তী "অয়ি দীন দয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে। **কৈল অন্তর্দ্ধান**—অপ্রকট হইলেন।

শ্লো। ২। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ২।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩৩। **এই শ্লোকে**—"অয়ি দীন" ইত্যাদি শ্লোকে।

এই শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রেম—কৃষ্ণ-প্রেমই যে জীবের পরম-পুরুষার্থ, তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্ত কিরূপে নিজের আর্ত্তি জ্ঞাপন করিবেন, তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করা হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলতা এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে, মমতাবুদ্ধির আধিক্য না থাকিলে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং মমতাধিক্যময় প্রেমই এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কৃষ্ণের বিরহে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ভক্তের চিত্তে যে ভাববিশেষের উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে উৎকট ব্যাকুলতা এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত তীব্র লালসাই বোধ হয় এই ভাববিশেষ শব্দে সূচিত হইয়াছে। জাত-প্রেম ভক্ত ব্যতীত অন্য ভক্তের চিত্তে এইরূপ ব্যাকুলতা ও লালসা সম্ভব নহে। জাতপ্রেম ভক্তের দেহ-ভঙ্গের পূর্ব্বে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ একবার তাঁহাকে দর্শন দেন; এবং তৎক্ষণেই—দর্শনদানের পরেই—অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। এই অন্তর্দ্ধানের পরেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত ভক্তের চিত্তে তীব্র লালসা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার অসহ দুঃখের উদয় হয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী-গোস্বামীরও এই অবস্থা হইয়াছিল। "অয়ি দীন-দয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী বস্তুতঃ মাথুর-বিরহ-খিন্না শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর উক্তি। "এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। ২।৪।১৯২॥" বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া ব্রজদেবীগণকে উৎকট-বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছেন বলিয়াই শ্রীমতী রাধিকা প্রণয়ের্ষ্যাবশতঃ তাঁহাকে "মথুরানাথ" অর্থাৎ "মথুরা-নাগরীদিগের প্রাণবল্লভ"

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৪
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৫
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব, কভু রহে কোনস্থলে ॥ ৩৬
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহে পুরী-গোস্বামীর চিত্তে যে অসহ্য যন্ত্রণার উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রায় মাথুর-বিরহক্লিষ্টা ভানুনন্দিনীর যন্ত্রণার অনুরূপ; তাই পুরীগোস্বামীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার মুখে "অয়ি দীনদয়াদ্র" ইত্যাদি শ্লোক স্ফুরিত করাইয়াছেন। "এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ ২।৪।১৯২ ॥" অথবা, উৎকট কৃষ্ণ-বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব করার সময়ে পুরীগোস্বামীর চিত্তে হয়তো মাথুর-বিরহক্লিষ্টা ভানুনন্দিনীর কথাই উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তিনি তখন হয়তো স্বীয় প্রাণেশ্বরীর সান্নিধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীমতী যখন "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইল, তখন শ্রীমতীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই কৃপায় পুরীগোস্বামীর মুখেও হয়তো ঐ শ্লোকটী স্ফুরিত হইয়াছিল এবং তাহাই তাঁহার যথাবস্থিত দেহেও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩৪। **রোপণ করি গেলা** প্রেমাঙ্কুর—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পৃথিবীতে প্রেমাঙ্কুর রোপণ করিয়া গেলেন। "জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর। ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১।৯।৮ ৯।" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীতে যে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া গেলেন, তাহাই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা গ্রহণের কোনও প্রয়োজন ছিল না; তথাপি জীবকে ভজনশিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত লৌকিক-লীলায় তিনি ভজনের আরম্ভ-স্বরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে, দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কাহারই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অধিকার জন্মে না (২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৫। **নির্যাণ**—অন্তর্ধান।

৩৬। **বিরক্তস্বভাব**—বৈরাগ্যময় আচরণ। **কভু রহে কোনস্থলে**—থাকিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই থাকেন।

৩৭। **অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা**—অন্যের গৃহে নিমন্ত্রণ ছাড়া আহার। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি লোকের গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আহার করেন। **নাহিক নির্ণয়**—কখন কোথায় আহার করিবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

"অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।"-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "নিমন্ত্রণ নাহি কাঁহা করেন নির্ণয়"-এইরূপ পাঠান্তর আছে। ইহার অর্থ এই:—অনেকে নিমন্ত্রণ করিলেও কাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, তাহা নিশ্চিত বলেন না। অথবা, কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। **অন্যের ভিক্ষার** ইত্যাদি—কে কোথায় ভোজন করেন এবং কে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাহার অনুসন্ধান করেন।

রামচন্দ্রপুরী-গোস্বামীর স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, তাঁহার নিজের খাওয়া-থাকা-সম্বন্ধে কোনও স্থিরতাই তাঁহার ছিল না—সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কিছু অনুসন্ধানও ছিল না; কিন্তু অপরে কে কোথায় থাকে বা খায়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই অনুসন্ধান নিতেন।

প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতিউতি হয়।
কেহো যদি মূল্য আনে, চারিপণ নির্ণয়॥ ৩৯
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥ ৪০
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাহোঁ ছিদ্র না পাইল॥ ৪১
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোকে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ?॥ ৪২
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোকস্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥ ৪৩
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম-সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥ ৪৪
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥ ৪৫
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥ ৪৬

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যম্—
"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসে"তি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ ৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৯। **ইতি উতি**—এখানে ওখানে; অন্যান্য স্থানে।

৪০। প্রভু কোথায় থাকেন (স্থিতি), কিরূপ আচরণ করেন (রীতি), কোথায় এবং কি কি দ্রব্য ভোজন (ভিক্ষা) করেন, কোথায় কিভাবে শয়ন করেন এবং কখন কোথায় গমন (প্রয়াণ) করেন, রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বদাই এই সমস্তের অনুসন্ধান করিতেন।

সর্ব্বানুসন্ধান—সমস্তের খোঁজ।

৪১। **ছিদ্র**—ত্রুটী। **কাঁহা**—কোথাও।

৪২। প্রভুর কোনওরূপ দোষ বাহির করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন রামচন্দ্রপুরী কোনও দোষ পাইলেন না, তখন একদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন যে, প্রভুর গৃহে কয়েকটী পিপীলিকা বেড়াইতেছে; তাহাতেই তিনি অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই এই গৃহে গতরাত্রে মিষ্টান্ন আনা হইয়াছিল, ঐ মিষ্টান্নের লোভেই পিপীলিকা আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। আবার ইহাও সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিমিত্তই এই মিষ্টান্ন আনা হইয়াছে। এই কল্পিত দোষের গন্ধ পাইয়া তিনি লোকের নিকট প্রভুর নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়াও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছেন; কিরূপে তাঁহার ইন্দ্রিয় দমন হইবে?"

ইন্দ্রিয়-বারণ—ইন্দ্রিয়-দমন।

৪৩। **দেখিতে আইসে**—রামচন্দ্রপুরী আইসেন।

৪৪। **গুরুবুদ্ধ্যে**—গুরুবুদ্ধিতে; শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরু-ভাই ছিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু; তাই রামচন্দ্রপুরীও তাঁহার গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে গুরু-বুদ্ধি পোষণ করিতেন।

তেঁহো—রামচন্দ্রপুরী। **বুলে**—ফিরে, ভ্রমণ করে।

৪৫। **তথাপি আদর করে**—গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ মর্য্যাদা দেখাইতে হয়, জীবকে তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, রামচন্দ্রপুরীর দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও প্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। গুরুব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাঁহার অসম্মান করিতে নাই—ইহাই প্রভুর উপদেশ।

৪৬। **আইলা**—রামচন্দ্রপুরী আসিলেন। **পিপীলিকা**—পিপ্ড়া। **কহেন উত্তর**—পিপীলিকা দেখিয়া রামচন্দ্রপুরী প্রভুর সাক্ষাতেই "রাত্রাবত্র" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যগুলি বলিলেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ ৪৭
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥ ৪৮
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচন—॥৪৯
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের একচৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫০
ইহা বহি আর অধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥ ৫১
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সভার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫২
রামচন্দ্রপুরীকে সভাই করে তিরস্কার—।
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সভার ॥ ৫৩
সেইদিনে এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
একচৌঠী ভাত, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৪
এতন্মাত্র গোবিন্দ সবে কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥ ৫৫
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৬
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৭
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন—।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥ ৫৮
এইমত মহাদুঃখে দিনকথো গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥ ৫৯
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন—॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। রাত্রিকালে এই স্থানে মিষ্টান্ন ছিল। তাই পিপীলিকাগণ এই স্থানে বিচরণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য! বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা! এই বলিয়া (রামচন্দ্রপুরী) উঠিয়া গেলেন। ৩

ঐক্ষবম্—ইক্ষু হইতে জাত দ্রব্য; মিষ্টান্ন।

৪৭। **পরম্পরায়**—লোক-মুখে। **নিন্দা**—রামচন্দ্রপুরী যে প্রভুর নিন্দা করেন, একথা। **কল্পিত-নিন্দন**—ভিত্তিহীন নিন্দা; মিছামিছি নিন্দা। যে নিন্দায় বাস্তবিক নিন্দার কারণ কিছুই নাই।

৪৮। **সহজেই**—স্বভাবতঃই; মিষ্টদ্রব্য না থাকিলেও আপনা আপনিই।

৫০। **পিণ্ডাভোগ**—ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র, যাহা শ্রীজগন্নাথের ভোগে দেওয়া হয়। **একচৌঠি**—চারিভাগের একভাগ।

৫১। **এথা**—এই স্থানে। অধিক প্রসাদ আনিলে প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাই জানাইলেন।

৫২। **সকল বৈষ্ণবে**—সমস্ত বৈষ্ণবের নিকটে। **এই বাত**—এই কথা; পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি এবং পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন আনার কথা এবং অধিক আনিলে প্রভুর অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কথা। **হৈল বজ্রাঘাত**—অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, তদ্রূপ দুঃখ হইল।

৫৩। **করে তিরস্কার**—তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিলেন। **পাপ**—উৎপাত; নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। **প্রাণ লইল সভার**—প্রভুর আহার-সঙ্কোচে সকলের প্রাণান্তক কষ্ট হইল।

৫৭। **অর্দ্ধাশন**—অর্দ্ধ ভোজন; যে পরিমাণ আহার করিলে ক্ষুধা-নিবারণ হয়, তাহার অর্দ্ধেক খাইতেন।

সব ভক্তগণ ইত্যাদি—প্রভু পেট ভরিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া দুঃখে সমস্ত বৈষ্ণবই পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন।

৫৮। **গোবিন্দ-কাশীশ্বরে**—গোবিন্দকে এবং কাশীশ্বরকে। **আজ্ঞাপন**—আদেশ। **কর উদর-ভরণ**—ক্ষুধা নিবারণ কর।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে-তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥ ৬১
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্দ্ধাশন।
এহো শুষ্কবৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥ ৬২
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥ ৬৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৬-১৭)—
নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ৪

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদি-নিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তং অধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধি র্ন ভবতি ; তথা নিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। স্বামী। ৪

তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতি র্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬১। **ইন্দ্রিয়-তর্পণ**—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ; যাহা খাইলে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি হয়, তাহা খাওয়া। **যৈছে তৈছে**—যে কোনও রকমে।

৬২। **ক্ষীণ**—কৃশ।

শুষ্ক-বৈরাগ্য—ফল্গু বৈরাগ্য। ২।২৩।৫৬ পয়ারের টীকায় শুষ্ক বৈরাগ্যের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৬৩। **যথাযোগ্য উদর ভরে**—যে পরিমাণ আহার করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বা শরীর রক্ষা হইতে পারে, সেই পরিমাণেই আহার করিবে। এই পয়ারের প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোক।

না করে বিষয়ভোগ—বিষয়ভোগ করে না ; শরীর ধারণের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত ভোগকেই বিষয়ভোগ বলা যায় ; এইরূপ ভোগ করিতে গেলেই ভোগের কোনওরূপ নিয়ম রক্ষা করা যায় না ; বিষয়ভোগের লালসায় আহার-বিহারাদি অনিয়মিতভাবে চলিতে থাকে ; তাহার ফলে ভজনে নানাবিধ বিঘ্ন জন্মে।

শ্লো। ৪-৫। অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন)! অত্যশ্নতঃ (অত্যন্ত ভোজনশীল জনের) যোগঃ (যোগ—যোগানুষ্ঠান) ন অস্তি (হয় না) ; একান্তম্ (একান্ত) অনশ্নতঃ (ভোজনবিহীন জনের) অপি (ও) ন (হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য চ (এবং অতিশয় নিদ্রাশীল ব্যক্তিরও) ন (হয় না), জাগ্রতঃ (অতি জাগরণশীল জনেরও) ন এব (হয় না)। যুক্তাহারবিহারস্য (যাঁহার আহার-বিহার নিয়মিত, তাঁহার), কর্ম্মসু (কর্ম্মে) যুক্তচেষ্টস্য (যাঁহার চেষ্টা নিয়মিত, তাঁহার), যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য (যাঁহার নিদ্রা এবং জাগরণও নিয়মিত, তাঁহার) দুঃখহা (দুঃখবিনাশক) যোগঃ (যোগ) ভবতি (সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ। হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত ভোজনশীল ব্যক্তির (আলস্যবশতঃ), অত্যন্ত ভোজন-বিহীন-জনের (ক্ষুধায় মন চঞ্চল হয় বলিয়া), অতিশয় নিদ্রাশীল-জনের (চিত্তের লয় বশতঃ) এবং অতিশয় জাগরণশীল-জনের (মনের চাঞ্চল্য বশতঃ) যোগানুষ্ঠান হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মিত, তাঁহারই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। ৪-৫

৬৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ, এই ভাগ্য আমার ॥ ৬৪
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে পুরীগোসাঞি শুনিলা ॥৬৫
আরদিন ভক্তগণসহে পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি—॥ ৬৬
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়, কিবা হৈবে লাভ ?॥ ৬৭
পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করাইয়া।
যেই খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥ ৬৮
খাওয়াইয়া পুন তারে করেন নিন্দন—।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন ? ৬৯
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিল—তোমায় নাহি কিছু ভাস ॥ ৭০
কে কৈছে ব্যবহার করে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায় ॥ ৭১
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ ১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইদানীমতিবিস্তরেণোক্তং জ্ঞানযোগং সংক্ষেপেণ বক্তুম্ আহ পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণি চ। তত্র হেতুঃ বিশ্বমিতি। স্বামী। অথ তাদৃশে ভক্তিযোগে বাহ্যদৃষ্টিং পরিত্যজয়িতুং অথবা ভক্তিযোগস্য সুগমতাং সফলতাঞ্চ দর্শয়িষ্যন্ দুর্গমাদিরূপং সসাধনং জ্ঞানমাহ; পরস্বেতি। প্রকৃত্যা পুরুষেণ সহ বিশ্বমেকাত্মকমিতি আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃপরাবরমিত্যাদি সপ্তমস্কন্ধান্তব্যাখ্যানরীত্যা বস্তুতস্তু তৎ সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা স এবৈক আত্মা যস্য তথাভূতং পশ্যন্ বক্ষ্যতে চ জ্ঞানং বিবেক ইত্যাদিভ্যাম্। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৪। রামচন্দ্রপুরীর উপদেশাত্মক বাক্য শুনিয়া প্রভু দৈন্য প্রকাশ করিয়া এবং পুরীগোস্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বলিলেন—"আমি অজ্ঞ—শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ কিছুই জানি না; বয়সেও বালক-প্রায়; জ্ঞানে এবং বয়সে তোমার শিষ্যের তুল্য, সম্পর্কেও তোমার শিষ্যের তুল্য; তুমি যে কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ দিতেছ, ইহা আমার পরম-সৌভাগ্য।"

৬৫। **এত শুনি**—প্রভুর কথা শুনিয়া। **অর্দ্ধাশন**—অর্দ্ধেকমাত্র আহার; আধপেটা খাওয়া। **পুরীগোসাঞি**—পরমানন্দ-পুরী-গোস্বামী।

৬৬। **ভক্তগণ সহে**—ভক্তগণসহ। ভক্তগণের সঙ্গে পরমানন্দপুরী প্রভুর নিকটে যাইয়া যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ৬৭-৭৬ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৬৮। **আহার করাইয়া**—"আহার করিয়া" পাঠান্তরও আছে।

যেই খায়—"যেই না খায়" পাঠান্তরও আছে।

৭০। **নাহি কিছু ভাস**—কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই। "ভাস"-স্থলে "ত্রাস"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; **ত্রাস**—ভয়।

৭২। **দুইকর্ম্ম**—পরের প্রশংসা ও নিন্দা। **বর্জ্জন**—নিষেধ।

শ্লো। ৬। অন্বয়। প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (প্রকৃতি এবং পুরুষের সহিত) বিশ্বং (এই বিশ্বকে) একাত্মকং (একাত্মক) পশ্যন্ (মনে করিয়া) পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি (পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে) ন প্রশংসেৎ (প্রশংসা করিবে না) ন গর্হয়েৎ (নিন্দাও করিবে না)।

অনুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত বিশ্বকে একাত্মক মনে করিয়া পরের স্বভাব বা কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। ৬

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥ ৭৩

তথাহি ন্যায়ঃ—
পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একাত্মকম্—একই আত্মা যাহার, তাদৃশ। "আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃ পরাবরম্। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচোবাচ্যং তমোজ্যোতি স্ত্বয়ংস্বয়ম্॥ শ্রীভা, ৭।১৫।৫৭॥"—এই প্রমাণ-অনুসারে, সমস্তের আদিতে কারণরূপে এবং অন্তে অবধিরূপে যে সদ্‌বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সমস্তের ভিতরে এবং বাহিরেও বর্ত্তমান, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, বাক্য এবং বাচ্য এবং অন্ধকার এবং জ্যোতিঃও যাহা—সেই যে পরমাত্মা, তাহাই একমাত্র আত্মা যাহার, তাদৃশরূপে এই বিশ্বকে এবং প্রকৃতি ও পুরুষকে—এই বিশ্ব পরমাত্মারই পরিণতিমাত্র—সুতরাং স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে, এইরূপ মনে করিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে নিন্দাও করিবে না, প্রশংসাও করিবে না। কারণ, সমস্তই স্বরূপতঃ একাত্মক বলিয়া নিন্দার বা প্রশংসার বস্তু কিছু থাকিতে পারে না; একই বস্তু নিন্দার এবং প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না; নিন্দার এবং প্রশংসার বস্তু থাকিলেই দুই জাতীয় দুইটী বস্তু থাকিবে—একটী নিন্দার যোগ্য, অপরটী প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু তত্ত্বতঃ বস্তু মাত্র একটী—পরমাত্মা; তত্ত্বতঃ দ্বিতীয় বস্তু যখন কিছু নাই, তখন স্বরূপতঃ নিন্দার বা প্রশংসার বস্তুও কিছু নাই এবং থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের নিকটে যাহা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, যেমন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, বাক্য ও বাচ্য, আলো ও অন্ধকার—তাহাও স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। তথাপি যে আমরা ভিন্ন বলিয়া মনে করি—তাই কোনওটীকে নিন্দা এবং কোনওটীকে স্তুতি করি, তাহার কারণ—দ্বিতীয় বস্তুতে আমাদের অভিনিবেশ, যাহা ভয়ের কারণ, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ।"

তাই বলা হইয়াছে—সমস্তই একই পরমাত্মার পরিণতি, সুতরাং তত্ত্বতঃ সমস্তই একাত্মক—এরূপ মনে করিয়া নিন্দা ও প্রশংসা বর্জ্জন করিবে; নচেৎ নিন্দায় ও প্রশংসায় এবং তন্নিবন্ধন মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ চিত্তচাঞ্চল্য ও বহির্ম্মুখতা জন্মিবে।

"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ। শ্রীভা, ১১।১৯।৪৫॥—গুণদৃষ্টিও দোষের, দোষদৃষ্টিও দোষের; গুণদৃষ্টি এবং দোষদৃষ্টি—প্রশংসা ও নিন্দা—এই উভয়ের বর্জ্জনই গুণ। গুণে দৃষ্টি থাকিলেই দোষের দর্শন হয় এবং দোষে দৃষ্টি থাকিলেই গুণের দর্শন হয়; সুতরাং উভয়ের মধ্যেই দোষ-দৃষ্টির সংশ্রব আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশংসাই করা হউক, কি নিন্দাই করা হউক, প্রত্যেকটাতেই অসদ্‌বস্তুতে অভিনিবেশ জন্মে, তাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিবার সম্ভাবনা। চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিলেই নিজের কর্ত্তব্য ভগবদ্‌ভজন হইতে স্খলিত হইতে হয়।

৭২-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৩। **তার মধ্যে**—নিষিদ্ধ দুই কর্ম্মের মধ্যে; প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে।

পূর্ব্ববিধি প্রশংসা—পূর্ব্বোক্ত "পরস্বভাব-কর্ম্মাণি"-শ্লোকে প্রথমতঃ প্রশংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তারপর নিন্দা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই উক্ত শ্লোকে প্রশংসা-ত্যাগের বিধিই হইল পূর্ব্ববিধি এবং নিন্দা-ত্যাগের বিধিই হইল পর-বিধি।

পরবিধি—পরবর্ত্তী বিধান (বা আদেশ)।

বলিষ্ঠ জানিয়া—একই বিষয়ে যদি দুইটী বিধি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিকে ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বিধি-পালনের ব্যবস্থাই শাস্ত্র দিয়া থাকেন (নিম্ন শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে)। এস্থলে প্রশংসা ও নিন্দা না করার বিধি যদিও একই বস্তু সম্বন্ধে নহে এবং যদিও পরবিধিতে নিন্দাবর্জ্জনের কথাই আছে—গ্রহণের কথা নাই, তথাপি রামচন্দ্রপুরীর ব্যবহারের প্রতি উপহাসপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই পরমানন্দপুরী-গোস্বামী পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধির বলবত্তার কথা বলিলেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥ ৭৪
ইঁহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥ ৭৫
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর ॥ ৭৬
প্রভু কহে—সভে কেনে পুরীগোসাঞিরে কর রোষ ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ ? ॥৭৭
যতি হঞা জিহ্বালম্পট—অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥ ৭৮
তবে সভে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সভার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ৭৯
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা কভু তিনজনে ॥ ৮০
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদমূল্য লইতে লাগে কৌড়ী দুইপণ ॥ ৮১
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮২
পণ্ডিতগোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৩
তাঁ-সভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। পূর্ব্ববিধি ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্। ৭

৭৩ পয়ারোক্তির পরবিধি-গ্রহণের অনুকূল প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৪। **যাহাঁ গুণ শত** ইত্যাদি—যেস্থলে শত শত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী সে স্থলেও একটীও গুণ দেখিতে পায়েন না, দেখিতে পাইলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না ; বরং ঐ গুণের মধ্যেই ছলপূর্ব্বক মিথ্যাদোষের আরোপ করেন।

৭৫। **ইঁহার স্বভাব** ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ স্বভাবের কথা বলাও অসঙ্গত (কারণ, ইহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-নিন্দাই) ; তথাপি তোমার সম্বন্ধে তাঁহার আচরণে প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ (মর্ম্মদুঃখ) অনুভব করাতে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছিনা।

৭৮। **যতি**—সন্ন্যাসী। **জিহ্বা-লম্পট**—ভাল ভাল জিনিস খাওয়ার, অথবা অতিরিক্ত খাওয়ার লালসা। **প্রাণ রাখিতে আহার**—যে পরিমাণ আহার করিলে কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা হয়।

৭৯। **অর্দ্ধেক**—রামচন্দ্রপুরী আসার পূর্ব্বে প্রভু যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধেক। প্রথমে প্রভুর নিমন্ত্রণে চারিপণ কড়ি লাগিত ; রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে পিণ্ডা-ভোগের এক চৌঠি এবং পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন মাত্র অঙ্গীকার করিতে ছিলেন ; এক্ষণে আবার সকলের আগ্রহে তিনি পূর্ব্বের চারিপণের স্থলে দুইপণ কড়ির প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে প্রভু রামচন্দ্রপুরীর মর্য্যাদাও রাখিলেন (কারণ, পূর্ব্ববৎ পূর্ণ ভোজন করিতেন না) এবং পরমানন্দ-পুরী-আদির মর্য্যাদাও রাখিলেন (যেহেতু, রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে যাহা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী অঙ্গীকার করিলেন)।

৮০। **কভু দুইজন**—প্রভু ও গোবিন্দ। **কভু তিনজন**—প্রভু, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর।

৮১। **অভোজ্যান্ন বিপ্র**—যে বিপ্রের হাতের পাচিত অন্ন আহার করা যায় না ; অনাচরণীয় বিপ্র।

৮২। **কিছু প্রসাদ আনে**—জগন্নাথের প্রসাদ কিছু কিনিয়া আনে।

৮৩। **নিমন্ত্রণের দিনে**—মাসের মধ্যে যাঁহার যে দিন নিমন্ত্রণ করার নিয়ম আছে, সেই দিনে। কোনও কোনও গ্রন্থে "নিয়মের দিনে" পাঠান্তর আছে।

৮৪। **তাহাঁ প্রভুর** ইত্যাদি—নিমন্ত্রণের দিনে প্রভু নিজের ইচ্ছামত কম খাইতে পারেন না, নিমন্ত্রণকারী ভক্তের ইচ্ছামতই তাঁহাকে ভোজন করিতে হয়।

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহাঁ যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ ৮৫
কভু ত লৌকিক রীত—যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন ॥ ৮৬
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায় ॥ ৮৭
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে, সেই সব মনোহর ॥ ৮৮
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কথো রহি গেলা তীর্থ করিবারে ॥ ৮৯
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈলা হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত ॥ ৯০
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সভে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯১
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯২
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৩
চৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পুর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৪
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ৯৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা-সঙ্কোচনং নাম অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁর—যিনি নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার; কোনও কোনও গ্রন্থে "তাঁর" স্থলে "ভক্তের" পাঠান্তর আছে।

৮৫। **তাহা**—"তাহা" স্থলে "তৈছে" পাঠান্তর আছে।

৮৬। **লৌকিক রীতি**—সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার—অপরের অনুরোধ ও আদেশ অনুসারে। "লৌকিক"-স্থলে "মহাপ্রভুর"-পাঠান্তর আছে। **ইতর জন**—সাধারণ লোক। **স্বতন্ত্র**—নিজের ইচ্ছানুসারে চলেন যিনি। **ঐশ্বর্য্য**—ঈশ্বর-স্বভাব; স্বতন্ত্রতা; পরের অনুরোধ-আদেশাদির অপেক্ষা-হীনতা।

৮৭। **ভৃত্যপ্রায়**—আজ্ঞাধীন। **তৃণপ্রায়**—তুচ্ছজ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করেন। দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধস্থলে "কভু কভু তাহারে মানএ তৃণপ্রায়।"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৯০। **শিরের**—মাথার। **ভূমিত**—মাটীতে।

৯২। **গুরু উপেক্ষা** ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র তাঁহাকে উপেক্ষা করাতে যেমন তাঁহার নিন্দক-স্বভাব হইয়াছিল, অন্য লোক তো দূরের কথা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিন্দায় পর্য্যন্ত যেমন তাঁহার মতি হইয়াছিল, তদ্রূপ যে কেহ গুরুর উপেক্ষার পাত্র হয়, তাহারও ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ইত্যাদি—গুরুর উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিন্দা পর্য্যন্ত করিয়াও লোক অপরাধী হইতে পারে।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র-প্রিয় বিভীষণ; কার্য্যবশতঃ শ্রীরাধিকার শ্বাশুড়ী জটিলাও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, এজন্যই তিনি মহাপ্রভুর ভিক্ষাসঙ্কোচনাদি করিতেন। "বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্ রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ ॥ উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণম্। জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভোর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ ॥ ৯২-৯৩ ॥"

৯৩। **তাঁর দোষ**—রামচন্দ্রপুরীর দোষ। **তার ফলদ্বারে**—রামচন্দ্রপুরীর প্রতি গুরুর উপেক্ষার যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা দ্বারা। **লোকে শিক্ষা করাইল**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে এই শিক্ষার বিষয় বলা হইয়াছে।

৯৫। **লিখি**—এস্থলে "লোক" পাঠান্তরও আছে।